যুগান্তর

তারিখ ... 25 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

শ্রীনগরে স্কুলছাত্রীকে প্রকাশ্যে জুতাপেটা

ছাত্রী ও বাবা-মাকে থানায় এনে আটকে রাখলেন ওসি

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় জনসম্মুখে এক স্কুলছাত্রীকে জুতাপেটা করে এক বখাটে। পরে ওই ছাত্রীর বাবা তিনজনকে আসামি করে থানায় অভিযোগ করেন। জুতাপেটাকারীকে আটকও করে পুলিশ। কিন্তু মামলা না নিয়ে উল্টো ওই ছাত্রী ও তার বাবা-মাকে বাড়ি থেকে ধরে এনে গভীর রাত পর্যন্ত আটকে রাখেন শ্রীনগর থানার ওসি সাহিদুর রহমান। ছাত্রীকেও জেলহাজতে পাঠানোর হুমকি দেন।

শুক্রবার সকালে মজিদপুর দয়হাটা বাসস্ট্যান্ডে দয়হাটা উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ওই ছাত্রীকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় বখাটে সবুজ। তা প্রত্যাখ্যান করায় জনসম্মুখে ছাত্রীকে জুতাপেটা করে ওই বখাটে। পরে স্থানীয় লোকজন সবুজকে আটকে রাখে। খবর পেয়ে যুবলীগ নেতা জনি ও তার সহযোগী সাইফুল সেখানে এসে ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আজিম হোসেন খানের দোহাই দিয়ে সবুজকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। পরে স্কুলছাত্রীর বাবা শ্রীনগর থানায় তিনজনকে আসামি করে অভিযোগ করেন।

পুলিশ বিকালে সবুজকে আটক করে। থানাহাজতে ২৪ ঘণ্টার বেশি পার হলেও পুলিশ কোনো মামলা রেকর্ড করেনি। শনিবার দুপুরে মোবাইল কোর্টের কথা বলে ওই স্কুলছাত্রীর বাবাকে ঘটনার সাক্ষী ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে থানায় আসতে বলে পুলিশ। তারা থানায় আসেনও। পরে ওসি সাহিদুর রহমান জানান, এখন মোবাইল কোর্ট করার ম্যাজিস্ট্রেট নেই, সন্ধ্যায় আসেন।

সন্ধ্যার পর ওসি মোবাইল ফোনে ওই স্কুলছাত্রীর বাবাকে তার মেয়ে ও সাক্ষীসহ আবারও থানায় আসতে বলেন। থানা থেকে ওই স্কুলছাত্রীর বাড়ি কয়েক কিলোমিটার দূরে হওয়ায় স্কুলছাত্রীর বাবা থানায় আসতে অপারগতা প্রকাশ করে পরদিন আসবেন বলে জানান। রাত ১০টার দিকে শ্রীনগর ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

ছাত্রী ও বাবা-মাকে থানায় এনে আটকে রাখলেন ওসি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

থানার এসআই শংকর একদল পুলিশ নিয়ে ওই স্কুলছাত্রীর বাড়িতে আসেন এবং রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাবা-মা'সহ স্কুলছাত্রীকে ধরে থানায় নিয়ে আসেন। ফোন পেয়ে কেন থানায় আসেননি— এ অপরাধে ওসি সাহিদুর রহমান স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ওই স্কুলছাত্রীর বাবা ও স্থানীয় এক মুরুব্বির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন।

থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের ও বখাটেকে আটকের পর একদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় রাত ১১টার দিকে শ্রীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যতন মার্মা এ ঘটনায় মোবাইল কোর্ট করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যতন মার্মা বলেন, ঘটনাটি জটিল, এটি নিয়মিত মামলাই হবে। আটকের এত সময় পর মোবাইল কোর্ট করা যাবে না। এরপর ওসি কাল (রোববার) আসামির সঙ্গে স্কুলছাত্রীকেও কোর্টে পাঠানো হবে বলে তাদের বসিয়ে রাখেন। এ সময় স্কুলছাত্রী পরদিন তার পরীক্ষা আছে বলে আকুতি-মিনতি করতে থাকে। এরপরও মন গলেনি ওসির। তিনি আইনের বাইরে যেতে পারবেন না বলে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। শনিবার রাত ২টার দিকে মামলার অপর দুই আসামিকে বাদ দিয়ে নতুন করে এজাহার দেয়ার শর্তে ওই স্কুলছাত্রীকে তার পরিবারসহ ছেড়ে দেয়া হয়।

রোববার বেলা ১১টার দিকে বখাটেকে আটকের ৪৪ ঘণ্টা পর বাদীকে থানায় এনে জনি শেখ ও তার সহযোগীর নাম বাদ দিয়ে পুনরায় নতুন করে অভিযোগ লেখান। এ ঘটনায় রোববার দুপুর পর্যন্ত শ্রীনগর থানায় কোনো মামলা রেকর্ড হয়নি এবং আসামিকেও আদালতে পাঠানো হয়নি। ওসি সাহিদুর রহমান জানান, তার বিরুদ্ধে আনীত কোনো অভিযোগই সত্য নয়, যারা এসব বলছেন তারা মিথ্যা বলছেন। আসামি সবুজকে রোববার সকালে আদালতে পাঠিয়েছি।

এ ব্যাপারে রোববার বিকেল ৪টার দিকে কোর্ট ইন্সপেক্টর হারুন-অর-রশীদ জানান, এ ধরনের কোনো মামলা বা মামলার আসামি সবুজ নামে কাউকে আদালতে পাঠানো হয়নি। তবে শুনেছি নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় একজনকে আদালতে পাঠানো হচ্ছে, আসামিসহ গাড়ি রাস্তায় রয়েছে। শ্রীনগর সার্কেলের এএসপি শামসুজ্জামান বলেন, কোনো আসামিকে বাদ দিয়ে বাদীর কাছ থেকে পুনরায় অভিযোগ নেয়ার সুযোগ নেই। ওসি আমাকে কিছুই জানাননি। আমি বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছি।